চেতনায় আগস্ট

রীনা তালুকদার

আগস্ট কখন কিভাবে চেতনায় শক্তি জাগালো সেটা বলার আগে কিছু স্মৃতি স্মরণ করি। ছোটবেলায় বিশেষ করে স্কুল লেভেলে যে কথাটি শুনে শুনে বড় হচ্ছিলাম তা হলো কিছুটা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের, কিছুটা সত্য সত্য মনে হওয়া। যুদ্ধের সময় আব্বা আমার দাদার সাথে ছিলেন বাড়ী পাহাদার। সেই সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংকেত দেয়ার কাজ করতেন। আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের বিশাল জনসংখ্যা। বর্ষার পানিতে বিল ডুবে বুক পর্যন্ত পানিতে হেঁটে সারাদিন লাগলো; আব্বা সাথে গিয়ে আইয়েনগর আমার আয়াতি ফুফুর বাড়ী রেখে আসলেন পুরো পরিবারের সদস্যদের। আমাদের বাড়ী সরকারী রাস্তার সাথে লাগানো। পাকিস্তানী আর্মির গাড়ী বহুবার আমাদের বাড়ীর সামনে বা একটু দূরে এটাক করা হতো। আর্মির গাড়ি দূর থেকে দেখলেই বিশেষ সংকেত দেয়া হতো। এটাক করার পর তাদের পোশাক ও অস্ত্র শস্ত্র এবং মৃত লাশ পাকিস্তানী আর্মি বা রাস্তায় পড়ে থাকা রক্ত ধুয়ে রাস্তা পরিস্কার করে ফেলতেন। যেনো আবার কোনো পাকিস্তান আর্মির গাড়ী আসলে বুঝতে না পারে এখানে তাদের গাড়ী এটাক হয়েছিলো। এসব গল্প আব্বা প্রায়ই করে থাকেন। মাঝে মাঝে বলি সবাই সার্টিফিকেট নিলো আপনি একটা নিলেওতো আজকে কাজ হতো। তখন বলেন আমরা এসব চিন্তা কখনো করিনি। এমন একটা সময় ছিলো সার্টিফিকেট দশটা নিলেই কে না করতো। দেশ স্বাধীন হবে সেটাই আমরা চেয়েছিলাম। আব্বাকে একেবারে ঘোরতর বলা যায় একরোখা আওয়ামী সমর্থক। তার মতে, আওয়ামীলীগ ছাড়া এদেশে নাকি কোনো রাজনীতিক দল নেই। সব চাটুকার আর ক্ষমতালোভী মনে হয় ওনার কাছে। অন্য কোনো দলের লোক পেলে তর্ক-বিতর্কে তিনি নাজেহাল করে ছাড়েন। এই রকম একরোখা স্বভাবের। আব্বার এই একরোখা স্বভাবের বিষয়বস্তু ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। সময় পেলেই আব্বা আওয়ামী গল্প জুড়ে দেন। আর প্রতিদিন পত্রিকায় আওয়ালীগের খবরাখবর না পড়লে নাকি শান্তি পান না। পাশাপাশি অনেকের মুখেই শুনতাম ‘‘শেখ সাহেব বলেছেন আমাদের পানিতে মারবে, ভাতে মারবে। আমরা আওয়ামীলীগকে ভোট দিব না”। এই কথার কোনো অর্থ বুঝতে পারিনি বা বুঝার মত সামর্থ তখনো হয়নি। এটি যে বিকৃত তথ্য ছিলো সেটা বুঝেছি অনেক পরে। আবার আব্বার কথাটা আমাদের বিশ্বাস হতো। আব্বা সব সময় দেশ স্বাধীন হবার গল্প করতেন। এখনো এসব গল্প করতে আব্বার ভাল লাগে। আব্বার চাচাতো ভাই মমিন কাকা বিএনপি করতো। আমাকে বহু চেষ্টা করেও আমার আব্বার জন্যই বিএনপি বানাতে পারলো না। অন্যদের কথা আমাকে বেশী আকৃষ্ট করতো না। অথবা বলা যায় অতটা ভাবিয়ে তুলতো না। কারণ আব্বা ছিলো তাদের অনেকেরই বড়। সে কারণে আব্বার কথাটাই বেশী বিশ্বাস হতো। যেহেতু আমার কবিতা চর্চার বাতিকটা ছোটবেলা থেকেই শুরু হয়েছে। তেমনি কোনো কিছু নিয়ে ভাবনাটাও আমার কাছে খুব সুখকর ও নীরবে নিবৃত্তে থাকা ভাল লাগতো। বোধশক্তি পরিপক্ক হতে লাগলো। এর পরিপূর্ণতা ঘটলো ঢাকায় বেগম বদরুন্নেছা সরকারী মহিলা কলেজে প্রথম পা রাখলাম যখন। আমি হলে উঠেছি ছাত্রলীগ করতো এক ছাত্রীর মাধ্যমে। পরে সে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলো। নাম হচ্ছে নাজনীন। সেই থেকে পারিবারিক বলয়ে আমার আব্বার মুখে শোনা আর আমার চেতনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে কলেজ ছাত্রলীগ। কলেজে ভর্তি হবার পর ছাত্রলীগের বন্ধুরাই এখন পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আসলে যারা যোগাযোগের মধ্যে থাকে তারাই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দূরের মানুষ দূরেই সরে যায়। ছোট বেলার বন্ধুরা খুব কমই প্রতিষ্ঠিত হয় বা হয়ে থাকে। কলেজ ছাত্রলীগে প্রথম দিকে আমি সাধারণ সদস্য হিসাবেই দেড় ২ বছর কাজ করেছি। আমরা কলেজ ছাত্রলীগ সভাপতি সাহিদা চৌধুরী তন্বীর নেতৃত্বেই কাজ করেছি। তখন আগষ্টে জাতীয় শোক দিবসে আমাদের কলেজ ছাড়াও বাইরের অনেক কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করতে হতো। আমি সভাপতি হবার পরও কাজের ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি। প্রতি সপ্তাহে হোষ্টেলে কর্মী সভা এবং কী কী কাজ করবো সে কর্মসূচী নির্ধাণ করে নিতাম। স্থানীয় আওয়ামীলীগ বিশেষ করে বকশীবাজারের আ: আজিজ ভাই, লালবাগের নেতা ডা: মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন ভাইয়ের নির্দেশনা, মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের নির্দেশনা এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নির্দেশনানুযায়ী আমাদের কর্মসূচী ঠিক হতো। হোষ্টেলে আমরা জাতীয় শোক দিবসে সন্ধ্যা রাত থেকে মাইকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সেই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ বাজাতাম। এই ভাষণ শুনলে আমাদের কর্মচঞ্চলতা বেড়ে

যেতো। শিউরে উঠতাম এবং পশম খাড়া হয়ে যেতো। উচ্ছলতা ফিরে পেতাম। কাজে প্রেরণ যোগাতো। আর পুরো আগষ্ট মাসে একটা কালো ব্যাজ আমাদের বুকের বাম পাশে ঝুলিয়ে রাখতাম। অনেকেই জিজ্ঞেস করতো এই ব্যাজ কেনো ? তখন বলতাম আগষ্ট জাতীয় শোকের মাস এই জন্য পুরো মাসই কালো ব্যাজ ধারণ করবো।

আগস্টের শোক দিবসের আগের রাতে নীচতলার ড্রাইনিং রুমের টেবিলে সাউন্ডবক্স রেখে জানালায় মাইক বেঁধে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজাতাম সারারাত। ৩/ ৪ জন সারারাত ডাইনিং এ অবস্থান করতাম। একবার এই রকম আগের দিন রাতে নীচতলার ডাইনিং রুমের টেবিলে সাউন্ডবক্স রেখে জানালায় মাইক বেঁধে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছেড়ে দিলাম। চলতে থাকলো। রাত প্রায় ২টার দিকে আমরা ২ তলার রুমে গেলাম। এই ফাঁকে কেউ একজন আমাদের সাউন্ড বক্সের তার ছিঁড়ে দিলো। মাইক বন্ধ হয়ে গেলো। আমরা ধরে নিয়েছি বিএনপি'র কেউ এ কাজটি করেছে। তারপর অনেক চেষ্টা করে আবার ভোররাতে বাজাতে পেরেছি।

প্রতিটি শোক দিবসে আমাদের কলেজ হোষ্টেলে বকশী বাজারের আব্দুল আজিজ ভাইয়ের অফিস থেকে রান্না করা কাঙালী ভোজ বড় এক হাড়ি দিয়ে যেতো ভ্যান দিয়ে। একেবারে আমাদের রুমে পৌঁছে দিয়ে যেতো। ১দিন পর এসে হাঁড়ি নিয়ে যেতো। শোক দিবসের আগের রাতে আমরা প্রয়াত আজিজ ভাইর আওয়ামী অফিসের মিটিংয়ে উপস্থিত হতাম। তিনি জিজ্ঞেস করতেন : তোমাদের ওখানে কত হাঁড়ি লাগবে। আমরা বলতাম ১ হাঁড়ি হলেই যথেষ্ট। এই খাবার আমরা সব রুমে পাঠাতাম। আর অনেকেই আমার রুমে বসে খেয়ে যেতো। আর আগষ্টের প্রতিদিনই মহানগর বা কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ এবং ঢাকার বিভিন্ন কলেজ, থানা, জেলা শাখা ও ইউনিটের আগস্টের অনুষ্ঠান থাকতো। এসব অনুষ্ঠানে আমরা নিয়মিত যোগ দিতাম। আমাদের চেতনায় গেঁথে আছে বঙ্গবন্ধুর সাত মার্চের ভাষণ। যখনই শুনেছি বা শুনি তখনই মনে হয় আমরা মনের ভেতর থেকে স্বদেশের চেতনায়, জাতি সত্তার চেতনায় দেশ প্রেমের চেতনায় দিগুণ উজ্জীবিত হয়ে ওঠি। সেই ঐতিহাসিক ভাষণ এত হৃদয়গ্রাহী, চালে তালে চমৎকার অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এক মোহময় কবিতা। যে কবিতা মানুষকে একই সম্প্রীতির বন্ধনে দেশপ্রেমের বাধনে আবদ্ধ করেছিল একাত্তরে। আগস্টের শোক দিবসে এবং নির্বাচনী প্রচারণার কাজেও এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। এই সাতই মার্চের কালজয়ী ভাষণ। পৃথিবীর সেরা দশটি ভাষণের একটি সেই কারণেই।

এছাড়া বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, লালবাগ আঞ্চলিক অনুষ্ঠান এবং মহানগর ছাত্রলীগের অনুষ্ঠানের সাথে সমন্বয় রেখে বদরুন্নেছা কলেজেও জাতীয় শোক দিবস আগষ্ট মাসে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। সে সব অনুষ্ঠানে ডা: মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, সভাপতি এ কে এম এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, মারুফা আক্তার পপি, ঢাকা মহানগর উত্তর থেকে মাযার আনাম, দক্ষিণ মহানগর থেকে সভাপতি নজরুল ইসলাম বাবু, সাধারণ সম্পাদক গোলাম সরোয়ার মামুন, গিয়াসউদ্দিন পলাশ, মেহেদী হাসান শওকত সহ আরো অনেকে, ইডেন কলেজ থেকে সভাপতি হোসনে আরা হাসু, আভা, বিশ্ববিদ্যালয় রোকেয়া হল শাখা থেকে সভাপতি জয়ন্তী সহ অনেকেই অংশ গ্রহণ করতো। সভাপতি হিসাবে সভাপতিত্ব করতাম আমি (রীনা তালুকদার)

(ক্যাপসন: বদরুন্নেছা কলেজের জাতীয় শোক দিসব পনের আগস্টের আলোচনা- বামে থেকে রীনা তালুকদার, সোহাইলা আফসানা ইকো, বক্তব্যরত তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, বসা-বামে থেকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তৎকালীন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না, ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন, ইডেন কলেজের ছাত্রলীগের দুই সভাপতি আভা ও হোসনে আরা হাসু এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি এ কে এম এনামুল হক শামীম। পিছনের সারিতে ঢাকা মহানগরের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।)

এখন আমার কাছে সাতই মার্চের এই ভাষণ প্রেরণার উৎস হয়ে কাজ করে। বর্তমান আগষ্টের শোক দিবস পালন একটু অন্যরকম মনে হয়। এখন বাসা বাড়িতে পরিবারের সাথে থাকায় জোরে মাইক দিয়ে বাজানো যায় না। কিন্তু আগষ্ট এলে মনের ভেতর একটা আকুলতা জাগায়। ফলে মোবাইলে শুনি। আর এলাকার মাইক থেকেও ভেসে আসে ভাষণের ধ্বনি, শিহরিত হই। ফিরে পাই ছাত্র জীবন, নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হই। মনে মনে ঘুরে আসে মন সেই বকশী বাজারের মোড়, যার বামে বদরুন্নেছা কলেজ ডানে মেডিক্যাল কলেজের ডা: ফজলে রাব্বি হল। অথবা বামে ডা: ফজলে রাব্বি হল আর ডানে বেগম বদরুন্নেছা কলেজ। এসকল কাজে লালবাগ এলাকার অনেকেই আমাদের সহযোগিতা করতো। বিশেষ করে তখনকার লালবাগ থানা ছাত্রলীগের সভাপতি হানিফ মো: লিটন, সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ খোকন (বর্তমানে মহানগর আওয়ামীলীগে) বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সদস্য জসিম উদ্দিন আজম (বর্তমানে মহানগর আওয়ামীলীগে), মতিঝিল থানা ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান শওকত (বর্তমানে মহানগর আওয়ামীলীগে) এবং পরবর্তীতে ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন পলাশের নাম উল্লেখ্যযোগ্য। আর আমার সাথে যারা কাজ করেছে তাদের মধ্যে উমামা বেগম কনক, সোহাইলা আফসানা ইকো (বর্তমানে সহ সম্পাদক বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামীলীগ), নুরুন্নাহার খান লীনা, মাহবুবা মীনা, জয়া দাস, নাজনীন, লাভলী আক্তার (বর্তমানে ওয়ার্ড কমিশনার, নরসিংদীতে), মুস্তাকিমা সুরমা (প্রয়াত), নাসরিন সুলতানা ঝরা (বর্তমানে সাংগঠনিক সম্পাদক বাংলাদেশ যুব মহিলালীগ) সহ আরো অনেকেই। এরা অনেকেই এখনো রাজনীতিতে বিভিন্ন ভাবে সক্রিয় রয়েছে।

(ক্যাপসন: বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান কবিতা পরিষদ থেকে ২০১৬ সালে জাতীয় শোক দিবসে বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন-বামে থেকে কবি মো. শাহাদাত হোসেন, কবি হাবীব আল হাসীব, কবি ও সাংবাদিক শেখ সামসুল হক, কবি রীনা তালুকদার, কবি উমামা বেগম কনক, কবি আইরিন খান, কবি জেবুন্নেছা মীনা (বর্তমানে ঢাকা মহানগর যুব মহিলালীগে শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক।)

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান কবিতা পরিষদ থেকে ধানমন্ডি যাই শ্রদ্ধার্ঘ্য শেষে লেকে বসে কবিতা পাঠ ও আলোচনা করি। বিকালে কবিতা পাঠের আয়োজন থাকে। আর অন্যদের আয়োজন থাকলেও অংশ গ্রহণ করি। এখনো বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান কবিতা পরিষদ থেকে অনেকেই একসাথে কাজ করি। বিশেষ করে অনুপ্রাস জাতীয় কবি সংগঠনের সাথে যুক্ত হবার পর থেকে দেখলাম এখানে অনেকেই বঙ্গবন্ধু ভিত্তিক সাহিত্য চর্চা করে। তখন মনে হলো আমিও সে আদর্শ ধারণ করি। যদি এমন একটি সংগঠন করি তাহলে এ জাতীয় লেখকেরা উৎসাহ পাবে। সেই চেতনা থেকেই বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান কবিতা পরিষদ গঠন করি। আর এভাবেই এখন কাজ করে যাচ্ছি। কবিরাও উৎসাহ বোধ করে। অনেকেই আসে কবিতা চর্চা করে। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান কবিতা পরিষদ থেকে জাতীয় শোক দিবস, বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, সাতই মার্চ ও বঙ্গবন্ধুর জন্মোৎসব করি। ভাল লাগে। পুরো আগষ্ট জুড়ে কবিতা, ছড়া, ছোট ছোট স্মৃতি কথা লিখি। আগষ্ট এখন অন্যরকম চেতনায় বা বোধে কাজ করে। বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচারের রায় কার্যকর হবার পর থেকে আগষ্ট আর শোক নয়; বরং শক্তি যোগায় প্রেরণা দেয়, উজ্জীবিত করে। জয় বাংলার চেতনা আরো শাণিত হোক। বাংলাদেশ আরো এগিয়ে যাক তথ্য, প্রযুক্তি ও সমৃদ্ধির গ্লোবাল বিশ্বে।

সংক্ষিপ্ত পরিচিত : নব্বই দশকের কবি, গবেষক। সাবেক ছাত্রনেতা (ছাত্রলীগ)। সভাপতি- বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান কবিতা পরিষদ, সহ-সভাপতি (তথ্য ও প্রযুক্তি) অনুপ্রাস জাতীয় কবি সংগঠন। বাবা মো. আবদুল করিম। মাতা- আনোয়ারা বেগম। পড়াশুনা- এম.এ। জন্ম -২১ আগস্ট, ১৯৭৩, জেলা- লক্ষ্মীপুর, বাংলাদেশ। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- ১২টি, গবেষণা প্রবন্ধ-২টি (বিজ্ঞান কবিতার ভাবনা ও কাব্য কথায় ইলিশ), সম্পাদনা কাব্যগ্রন্থ-১টি, 'জাগ্রত' ছোট কাগজের সম্পাদক, সহযোগী সম্পাদনা (বিষয়ভিত্তিক)- ১১টি। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ- **সাত মার্চ শব্দের ডিনামাইট (বঙ্গবন্ধু সিরিজ), বিজ্ঞান কবিতা, প্রেমের বিজ্ঞান কবিতা, স্বাধীনতা মঙ্গলে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হয় নব্বই দশকে।** লেখালেখির জন্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোস্তফা কামাল স্মৃতি ফাউন্ডেশন-এর মহান বিজয় দিবস-২০১১ সম্মাননা ও সাপ্তাহিক শারদীয়া কাব্যলোক বিশেষ সম্মাননা-২০১৩ পেয়েছেন। ঠিকানা: এ-১ ও এ-২, বাণিজ্যবিতান সুপারমার্কেট, ইস্টকর্ণার, ২য়তলা, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ। ইমেইল- onupraskabita@gmail.com, rinakobi@yahoo.com ফোন:- ০১৬৭৪-৩৩৬০৯৯ (অফিস)।

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা: ২৮-০৭-২০১৭